যুগান্তর

MAY 1 1 2002

তারিখ ……
পৃঃ ৬ কলাম ১

নকলবাজদের সামারি ট্রায়ালে বিচার করা হবে

—শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়

নকলবাজ : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৪

নকলবাজ : বিচার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কোন পরীক্ষার্থী নকল করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে অসাধু পরীক্ষার্থী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের ধরতে এবার ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে। কোন পরীক্ষার্থীর কাছে নকল পাওয়া মাত্র তাকে বহিষ্কার করা হবে– প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তার মিল থাকুক আর নাই থাকুক। ১৯৮০ সালের নকল প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী সামারি ট্রায়ালের মাধ্যমে নকলকারীদের বিচার করা হবে। স্থানীয় সংসদ সদস্য ছাড়া কোন রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতা, কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সদস্য পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না। নকল ধরতে ব্যর্থ শিক্ষককে বহিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষকরা যাতে নকল ধরতে পারেন সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। প্রতিমন্ত্রী গতকাল শুক্রবার কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন এবং যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত 'নকলমুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনার ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের কোথাও নকল নেই। বাংলাদেশেই প্রথম নকলের উদ্ভব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, এবার পরীক্ষার ফলাফলের ওপর স্কুল-কলেজের এমপিও বাতিল করা হবে না। শিক্ষকরা যথাযথভাবে নকল প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারলে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন খুলনার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর এবিএম সাত্তার।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লার সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম এমপি, আবদুল গনি এমপি, সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী এমপি, আলহাজ অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন এমপি, হাবিবুল ইসলাম হাবিব এমপি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ কর্মকর্তা ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা।